ব্যবহারকারীর পাতা

হার্ভার্ড গ্রাফিক্স ৩.০

সাদেকুল আজিজ

হার্ভার্ড গ্রাফিক্স ৩.০ একটি শক্তিশালী গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রোগ্রাম। অন্যান্য ভার্শনের চাইতে উন্নততর বর্তমানের এই ভার্শনটি আপনার পিসিতে ইনস্টল করা থাকলে আপনি সহজেই আকর্ষণীয় বিভিন্ন গ্রাফ তৈরি করতে পারবেন। আরো অনেক সুবিধে রয়েছে সফটওয়্যারটির। ধরুন বিজ্ঞাপন হিসেবে কতগুলো লিফলেট ছাড়তে হবে, সহজেই তৈরি করে নিতে পারবেন এর টাইটেল কিংবা বুলেট চার্ট ফীচার ব্যবহার করে। কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক থেকে শুরু করে একেবারে নিচু স্তরের শ্রমিকটি পর্যন্ত কার সাথে কার কাজের কি সম্পর্ক দেখাতে চান? ব্যবহার করতে পারেন অর্গানাইজেশন চার্ট। সবকিছু বাদ দিলে স্রেফ খালি হাতে ছবি আঁকা প্র্যাকটিস করতে চান? তা-ও আছে। ড্র ফীচার ব্যবহার করে ইচ্ছেমতো ফ্রী হ্যান্ড ড্রয়িং করতে পারেন আপনি, ফলাফল দেখতে পাবেন স্ক্রীণে। পাঁচশো স্ট্যান্ডার্ড সিম্বল বা প্রতীক রয়েছে হার্ভার্ড গ্রাফিক্স-এর, যে কোনটা বেছে নিয়ে জুড়ে দিতে পারেন আপনার গ্রাফের সাথে, চাইলে ইচ্ছেমতো সাইজ বাড়াতে কমাতে পারেন ওগুলোর, সুবিধেমতো জায়গায় বসিয়ে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন তৈরি করা গ্রাফটিকে। পাঠক, নিশ্চয় জানতে ইচ্ছে হচ্ছে সফটওয়্যারটির এতসব কলাকৌশল কি? বলছি, তার আগে আসুন দেখে নিই এটি চালাতে পিসির নূন্যতম কি কি হার্ডওয়্যার প্রয়োজন।

কমপিউটার– আইবিএম বা ১০০% কম্প্যাটিবল।

প্রসেসর– ৮০২৮৬ বা তদুর্ধ্ব।

র‍্যাম– নূন্যতম ৬৪০ কিঃ বাইট।

হার্ড ডিস্ক– যেখানে প্রোগ্রামটি ইনস্টল করা থাকে।

গ্রাফিক্স ডিসপ্লে কার্ড এবং মাউস– না থাকলেও অসুবিধে নেই তবে এতে কাজের গতি অনেক মন্থর হয়ে যাবে।

আমরা শুধু হার্ভার্ড গ্রাফিক্স ৩.০ এর ডস ভার্শনটি নিয়েই আলোচনা করব, যদিও এর উইন্ডোজ ভার্শনও পাওয়া যায়। তবে শুরু করার আগে কিছু সংজ্ঞা ও শব্দের সাথে পরিচিত হওয়া দরকার।

চার্ট– হার্ভার্ড গ্রাফিক্সে যে কোন উপস্থাপনা, গ্রাফ কিংবা ড্রয়িংকেই বলা হয় চার্ট।

ওয়ার্কশীট– গ্রাফের জন্যে যেখানে ডাটা এন্ট্রি করতে হয় সেটিকে বলা হয় ওয়ার্কশীট। এটিকে ডাটা ফর্মও বলে। ওয়ার্কশীটে প্রদত্ত তথ্য বা ডাটা থেকেই কেবল গ্রাফ আঁকতে পারে প্রোগ্রাম।

একটি গ্রাফের সাধারণত যেসব অংশ থাকে সেগুলো নিচে দেখানো হল।

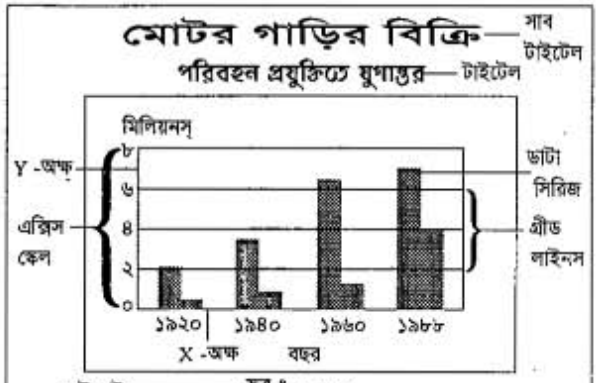

ছবি ১ ঃ একটি গ্রাফের বিভিন্ন অংশ

টাইটেল– এটি গ্রাফের হেডিং হিসেবে কাজ করে।

সাব টাইটেল– এটি সাব হেডিং এর মতো, যা থেকে গ্রাফটি সম্পর্কে বাড়তি কিছু ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

এক্সিস টাইটেল–গ্রাফের দুটি অক্ষ (X-অক্ষ, Y-অক্ষ) বরাবর কি পরিমাপ করা হচ্ছে তা প্রকাশ করে। উপরের ছবিতে X- অক্ষে বছর ও Y-অক্ষে গাড়ি বিক্রির সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে।

ফুটনোট– চার্টটির ডাটা কোথা থেকে পাওয়া গেছে তা প্রকাশ করে। এটি পাদটীকা।

লেজেন্ড– কিছু সিম্বল ও টেক্সট এর সমন্বয় যা গ্রাফের বিভিন্ন অংশকে বুঝতে সাহায্য করে।

লেজেন্ড টাইটেল– লেজেন্ড এর হেডিং হিসেবে কাজ করে।

লেজেন্ড ফ্রেম– লেজেন্ড ও এর টেক্সটকে ঘিরে থাকা চারপাশের বর্ডার।

গ্রিড লাইন– X ও y অক্ষের সমান্তরাল কতগুলো খাড়া ও সমান্তরাল রেখা। গ্রাফের ভেতর এই রেখাগুলো থাকলে অনেক সময় অক্ষের স্কেলিং থেকে সরাসরি সংখ্যাগত ডাটাটি পড়ে নেয়া যায়।

ডাটা সিরিজ– এটিই গ্রাফের আসল উপাদান, ডাটা সিরিজ পাই স্লাইস, বার অথবা কলাম হতে পারে।

চার্ট ফ্রেম– পুরো গ্রাফটিকে ঘিরে থাকা চারপাশের বর্ডার।

হার্ভার্ড গ্রাফিক্সে ব্যবহৃত ফাংশন কী ও স্পীড কী কমান্ড ঃ

হার্ভার্ড গ্রাফিক্সে অন্যান্য সফটওয়্যারের মতোই ফাংশন কীগুলো বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও কন্ট্রোল কী'র সাথে বিভিন্ন অক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত হয় আরো কিছু কমান্ড। নিচে এগুলোর কয়েকটির বর্ণনা দেয়া হল।

F1 ঃ হেল্প কী। চার্ট তৈরির সময় যে কোন পর্যায়ে F1 কী ব্যবহার করে দেখতে পাবেন হেল্প স্ক্রীণ। আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিটি ধাপের জন্যেই রয়েছে সাহায্য।

F2 ঃ স্ক্রীণ প্রিভিউ। আপনার গ্রাফ বা ড্রয়িংটি সাদা কাগজে যেমন দেখাবে ঠিক তেমনটিই দেখতে পাবেন। F2 ব্যবহার করে।

F3 ঃ চয়েস কী। কোন মেনু বা সাবমেনুতে যেকোন অপশনের পাশে ডায়মন্ড সিম্বল ◆ থাকলে F3 ব্যবহার করে বাড়তি একটি অপশনের তালিকা পাবেন আপনি।

F4 ঃ এটি ব্যবহার করে চার্টটিকে হার্ভার্ড গ্রাফিক্সের ড্র স্ক্রীণে দেখতে পাবেন আপনি।

F5 ঃ এটি টেক্সট এর অংশ বিশেষকে ব্লক করতে ব্যবহৃত হয়।

F6 ঃ ওয়ার্কশীট বা ড্র স্ক্রীণ থেকে সরাসরি মেইন মেনুতে চলে আসার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

F7 ঃ বানান পরীক্ষা কিংবা চার্টে বিশেষ কোন ক্যারেক্টার আনার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

F8 ঃ ফাইল লিস্টে থাকার সময় ফাইলগুলোকে বর্ণনানুক্রমে সাজানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়। ওয়ার্কশীটে থাকাকালীন F8 ব্যবহার করলে অপশন সাব মেনুতে আসবে। এখান থেকে বিভিন্ন অপশন, যেমন চার্টের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কেমন হবে, চার্ট ফ্রেম থাকবে কি থাকবে না, গ্রাফটি দ্বি নাকি ত্রিমাত্রিক হবে, ইত্যাদি ঠিক করে দেয়া যায়।

F10 ঃ এটির কাজ ডসের ক্ষেত্রে এন্টার কীর মতো, অর্থাৎ হার্ভার্ড গ্রাফিক্সে মেনু নির্বাচন করার পর কমান্ড এক্সিকিউট করার জন্যে ব্যবহৃত হয় F10।

স্পীড কী ঃ নিচের স্পীড কী-গুলো চার্ট তৈরির সময়ে যে কোন অবস্থায় ব্যবহার করা যায় ঃ

Ctrl+B ঃ পর্দায় বিশেষ ক্যারেক্টার আনতে চাইলে ব্যবহৃত হয়।

Ctrl+G ঃ আগে সেভ করা ফাইল দেখতে চাইলে এটা ব্যবহার করতে পারেন। অর্থাৎ, Ctrl+G চাপলে হার্ভার্ড গ্রাফিক্স আপনাকে ফাইল লিস্ট দেখাবে।

Ctrl+S ঃ তৈরি করা চার্টটি ফাইল হিসেবে সেভ করার জন্যে ব্যবহার করা হয়।

Ctrl+P ঃ চার্ট প্রিন্ট আউট নিতে ব্যবহৃত হয়।

Ctrl+Del ঃ কার্সরের ওপরে টেক্সট লাইনটি মোছার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

Ctrl+Ins ঃ ফাঁকা একটি লাইন যোগ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

Ctrl+Up arrow key ঃ টেক্সটকে এক লাইন ওপরে নিয়ে আসে।

Ctrl+Down arrow key ঃ টেক্সটকে এক লাইন নিচে নিয়ে আসে।

এবার আসা যাক মূল প্রোগ্রামে। হার্ভার্ড গ্রাফিক্স ৩.০ প্রোগ্রামটি আপনার হার্ডডিস্কে HG3 ডিরেক্টরীতে ইনস্টল করা থাকে। এর অধীনে প্রায় দশটির মতো সাব ডিরেক্টরী আছে যেমন Data, Palette, Symbol, Input, Output, Fonts, Drive ইত্যাদি। ডস প্রম্পটে HG3 লিখে এন্টার করলে প্রথমে হার্ভার্ড গ্রাফিক্স ৩.০ এর স্ক্রীণ ও এর পর মেইন মেনু দেখতে পাবেন। মেনুটি অপর পৃষ্ঠায় দেয়া হল ঃ

মেনুতে যে কোন অপশন বেছে নিতে চাইলেও অপশনে ক্লিক করুন বা কার্সর ওই অপশনের ওপর নিয়ে এন্টার করুন বা অপশনের পাশে লেখা নাম্বারটি কী-বোর্ড থেকে চাপ দিন।

Create chart ঃ নতুন চার্ট তৈরি করার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

Edit Chart ঃ তৈরি করা বা আগে সেভ করা চার্টে পরিবর্তন আনার জন্যে।

File ঃ আগে তৈরি করা চার্ট রিট্রিভ করা বা চার্ট সেভ করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

Output ঃ চার্টের আউটপুট (যেমন- প্রিন্ট আউট) নিতে চাইলে ব্যবহৃত হয়।

Presentation ঃ প্রিজেন্টেশন ফাইল তৈরি, সেভ ও রিট্রিভ করার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

Macros ঃ ম্যাক্রো তৈরি, লোড ও রান করার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

Setup ঃ প্রোগ্রাম সেট আপে পরিবর্তন করতে চাইলে ব্যবহৃত হয়।

Applications ঃ হার্ভার্ড গ্রাফিক্স থেকে ডসে সাময়িকভাবে ফিরে যাওয়া যায় বা অন্য কোন প্রোগ্রাম রান করানো যায়।

Exit ঃ হার্ভার্ড গ্রাফিক্স থেকে বেরিয়ে আসা যায়।

Create chart	1
Edit Chart	2
Draw	3
File	4
Output	5
Presentation	6
Macros	7
Setup	8
Applications	9
Exit	E

Create Chart-এ এন্টার করুন। পাশের মেনুটি আসবে।

টেক্সট তিন ধরনের – (১) টাইটেল চার্ট (২) বুলেট চার্ট (৩) টেবল চার্ট

পাই চার্ট দু'ধরনের–(১) পাই চার্ট (২) কলাম চার্ট

XY চার্ট বেশ কয়েক রকম হয় যেমন ঃ বার, লাইন, এরিয়া, পয়েন্ট, হাইলো, বার/লাইন, ইত্যাদি।

Text	1
Pie	2
XY	3
Organization	4
Drawing	5
From Gallery	6
clear Values	7
Clear Chart	8

অর্গানাইজেশন চার্ট শুধু এক ধরনেরই হয়

Drawing সিলেক্ট করলে ড্র স্ক্রীণ চলে আসবে। এর ফলে যেকোন ড্রয়িং তৈরি করা যাবে বা তৈরিকৃত চার্টকে আরো Enhance করা যাবে।

এ সংখ্যায় আমরা শুধু টাইটেল, বুলেট, টেবল ও অর্গানাইজেশন চার্ট কিভাবে তৈরি করতে হয় তা দেখব। স্বাভাবিক ভাবেই এগুলোর অনেক ভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যায়– তবে অত গভীরে যাবো না আমরা। পাঠক নিজেই একসময় আয়ত্ব করে ফেলবেন এগুলো।

টাইটেল চার্ট ঃ এটি তৈরি করতে হলে মেইন মেনু থেকে

১. Create chart এ ক্লিক করুন বা এন্টার করুন বা 1 চাপ দিন।
২. Text-এ " " " " " " 1 " "
৩. Tittle-এ " " " " " " 1 " "

আপনার ওয়ার্কশীটটির চেহারা অনেকটা এরকম হবে ঃ

Top region এ সর্বোচ্চ চার লাইন, Middle region এ সর্বোচ্চ আট লাইন ও Bottom region এ সর্বোচ্চ চার লাইন পর্যন্ত লেখা যায় এ ওয়ার্কশীটে। যত নিচে যাওয়া যাবে টেক্সট এর সাইজও তত কমতে থাকবে। অর্থাৎ Top বা Middle region লেখার তুলনায় Bottom region এর অক্ষরগুলো ছোট দেখাবে চার্টে এ, যদিও স্ক্রীণে সেটা বোঝা যাবে না।

Title Chart
Top
Middle
Bottom

৪. Top region এ টাইপ করুন COMPUTER JAGAT.

৫. ট্যাব কী চাপুন চারবার। Middle region এ প্রথম কার্সর পজিশন থেকে টাইপ করুন Monthly Computer Magazine.

৬. ট্যাব চেপে চেপে Bottom region এ আসুন। টাইপ করুন, Get your Copy Today!

৭. F8-option ক্লিক করুন বা F8 চাপুন। Appearance Options সাব মেনু আসবে। এখানে Chart Palette-এ ডায়মন্ড সিম্বল রেখে F3 চাপ দিন, Get Chart Palette নামে লিস্ট আসবে। এখান থেকে MONO CHRW. PL3 বেছে নিয়ে এন্টার করুন। এই প্যালেটটির ফলে আপনার চার্টের ব্যাকগ্রাউণ্ড সাদা রঙে হবে F10 চাপ দিন।

৮. F7 চাপ দিন বা স্ক্রীণে F7-Spell Text এ ক্লিক করুন। একটি সাবমেনু আসবে। Spell check chart সিলেক্ট করে এন্টার করুন। একটু পরই JAGAT শব্দটি হাইলাইটেড হবে, সেই সাথে বানান শুদ্ধ করার জন্যে আরেকটি মেনু আসবে। মেনু থেকে Word OK, continue সিলেক্ট করে এন্টার করুন। সব বানান পরীক্ষার পর মেসেজ পাবেন Complete। এন্টার চাপ দিন।

৯. F8-Option এর মাধ্যমে সাবমেনু থেকে Text Attributes সিলেক্ট করে টেক্সট এর সাইজ, ফন্ট, এলাইনমেন্ট ইত্যাদি পরিবর্তন করে নিতে পারেন।

১০. F2 চাপ দিন। স্ক্রীণে তৈরি করা চার্টটি দেখতে পাবেন–এটিই হবে আপনার আসল টাইটেল চার্ট, যার সাথে ওয়ার্কশীটের কোন মিলই নেই।

১১. সব শেষে চার্টটি ফাইল হিসেবে সেভ করার জন্যে Ctrl+S চাপুন, সেভ চার্ট পপ আপ মেনু চলে আসবে। এই মেনুটি যে কোন ধরনের চার্টের জন্যে একই রকম। Default অনুসারে আপনার তৈরি চার্টগুলো C:\HG3/DATA সাব ডিরেক্টরীতে সেভ হবে। মেনুতে File Name এর পাশে টাইপ করুন JAGAT. Description এর পাশে টাইপ করুন Computer jagat Title Chart. F10 চাপুন। ফাইলটি ডিস্কে সেভ হবে।

বুলেট চার্ট ঃ বুলেট চার্ট কিভাবে তৈরি করতে হয় তা নিচের উদাহরণটি দেখলেই বোঝা যাবে। বুলেট চার্ট আসলে একটি তালিকার মতো, তালিকার প্রতিটি আইটেমকে আলাদাভাবে দেখানোর জন্যে বুলেট বা বিশেষ ধরনের চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। ধরুণ নিচের বুলেট চার্টটি তৈরি করতে হবে।

Six Ways You Can Live After Death.

- Bequeath your eyes to an eye bank.
- Bequeath your ear bones to a temporal bone bank.
- Bequeath your kidneys to kidney bank.
- Bequeath your pituitary glands to national pituitary agency
- Bequeath your skin to local hospital or burn center.
- Bequeath your entire body to a medical school.

Source : The Giant Book of Health Facts. Page 158.

চার্টটি তৈরি করার জন্যে যথারীতি হার্ভার্ড গ্রাফিক্স চালু করে মেইন মেনু আনুন। Create Chart সিলেক্ট করে Text সিলেক্ট করুন ও অতঃপর সাব সাব মেনু থেকে বেছে নিন বুলেট। ওয়ার্কশীট চলে আসবে। এতে স্ক্রীণের উপরের অংশে দেখতে পাবেন তিনটি ফাঁকা জায়গা Title. Subtitle. Foot note. টাইটেল এর পাশে টাইপ করুন Six ways you can live After Death. ট্যাব কী দু'বার চেপে Footnote এর পাশে ফাঁকা জায়গায় টাইপ করুন Source : The Gaint Book of Health Facts. Page 158 কথাটি। আবার ট্যাব কী চাপলে ওয়ার্কশীটের বুলেট রিহিকনে চলে আসবে কার্সর। এখানে সর্বোচ্চ চব্বিশটি বুলেটেড আইটেম লিখতে পারবেন আপনি। প্রতিটির জন্য দু'লাইন করে জায়গা। প্রথমে লাইনে লিখুন Bequeath your eyes to an eye bank. এরপর দু'বার এন্টার করলে দ্বিতীয় বুলেট আসবে। এভাবে টাইপ ও এন্টার করতে থাকুন। লক্ষ্য করুন আপনার লেখার বাঁ পাশে বুলেট হচ্ছে ●, * চিহ্নটি নয়। F8 চাপ দিন বা F8-Option-এ ক্লিক করুন। সাবমেনু আসবে একটি। Bullet Option সিলেক্ট করুন। পাশের সাব মেনুটি পাবেন।

Bullet type	◆●
Bullet size	Medium
Bullet colours. Om. Bullet.	
Numbered Bullet start	1
Bullet indent	
Text indent	3
Vertical alignment	Top.

কার্সর Bullet type এর পাশে ডায়মন্ড সিম্বল-এ রেখে F3 চাপ দিন। বিভিন্ন ধরনের বুলেটের একটি মেনু পাবেন। সেখান থেকে ◆ আকৃতির বুলেটটি সিলেক্ট করুন এন্টার চেপে। Vertical Alignment এও F3 চেপে মেনু থেকে বেছে নিন Middle -এর পর F10 চাপ দিন। সবশেষে F2 চাপ দিলে কিছুক্ষণ পর স্ক্রীণে দেখতে পাবেন চার্টের বর্তমান অবস্থা। Esc কী চেপে ফিরে যান ওয়ার্কশীটে।

আবার F8 press করে Appearance সিলেক্ট করলে Appearance option সাবমেনু আসবে। ওখান থেকে নিচের অপশনগুলো বেছে নিন।

Chart orientation : Land scape
Chart Proportion : A (8.5 in X 11 in)
Chart Pallette :C:\HG3\PALETTE\MONOCHRW.PL3
Background Drawing :C:\HG3\DATA\FRAME2. CH3
Region Frame Style এ Titles এর ক্ষেত্রে সিলেক্ট করুন Shadow-এ Footnote এর ক্ষেত্রে বেছে নিন Rounded option টি। সবশেষে F10 চাপ দিন। F2 চেপে স্ক্রীণ প্রিভিউতে গেলে দেখতে পাবেন আগের চেয়ে সুন্দর লাগছে আপনার চার্টটিকে, বাড়তি কিছু স্পেশাল এফেক্ট যোগ হয়েছে।

F6 চেপে মেইন মেনুতে যান। Fill- এ এন্টার করে Save chart অপশনটি বেছে নিন (এত কিছু না চাইলে ওয়ার্কশীট থেকেই সরাসরি Ctrl+S চাপুন)। ফাইল সেভ পপ আপ মেনু আসবে। ফাইলটি Health নামে সেভ করুন। হার্ভার্ড গ্রাফিক্স ৩.০-এ সব চার্ট ফাইলের এক্সটেনশন হল .CH3

টেবল চার্ট ঃ হার্ভার্ড গ্রাফিক্সের টেবল চার্ট ফীচার ব্যবহার করে সহজেই বিভিন্ন টেবল তৈরি করে নিতে পারেন আপনি। টেবল চার্ট তৈরি করতে চাইলে মেইন মেনুর Creat Chart এর Text-এর সর্বশেষ অপশন টেবল বেছে নিন। ওয়ার্কশীটে যথারীতি টাইটেল, সাবটাইটেল ও ফুটনোট যোগ করুন। ট্যাব চেপে ডাটা এন্ট্রি এরিয়াতে আসুন। কলামগুলোর শুরুতে কলাম টাইটেল টাইপ করুন, লেখা বক্স-এ না আঁটলে স্ক্রল করে সরে যাবে। এরপর কলাম হেডিংগুলোর নিচে প্রতিটি রো নাম্বার (১, ২, ৩.....) এর পাশে আপনার ডাটা এন্ট্রি করুন। যে কোন সময়ে F2 চেপে চার্টের অবস্থা দেখে নিতে পারেন। F8-অপশনে ক্লিক করে বা F8 চেপে

অপশন সাব মেনু নিয়ে আসুন। এখান থেকে বিভিন্ন অপশন বেছে নিতে পারেন। যেমন, রো ও কলামের মাঝে গ্রিড লাইন হবে কি না, হলে ডটেড নাকি সলিড, টেবল এর চার পাশে ফ্রেম থাকবে কি না, টেবল চার্টের লিজেন্ড হবে কি-না বা হলেও এর অবস্থান চার্টে কোথায় হবে, টেবল এর সেলে লেখার এলাইনমেন্ট, সায়েন্টিফিক নোটেশন ব্যবহার করা হবে কিনা, থাউজ্যান্ড সেপারেটর থাকবে নাকি ইত্যাদি। এরপরও রয়েছে টেবল-এর ব্যাকগ্রাউণ্ড কালার ও ড্রায়িং কেমন হবে তা বেছে নেয়ার সুযোগ। টেবল চার্ট এর ব্যাপ্তি বিশাল বলে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আর কিছু বলা গেল না।

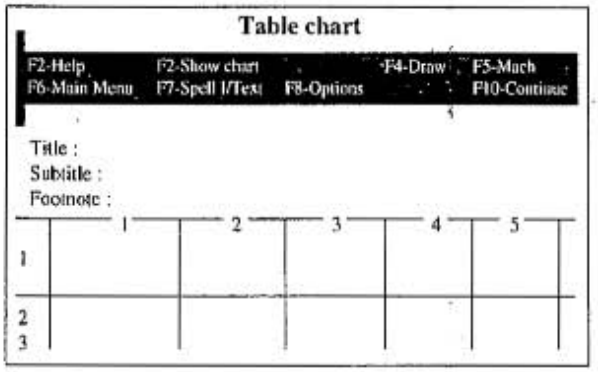

অর্গানাইজেশন চার্ট ঃ এটি তৈরি করতে হলে Create Chart-এর Organization সিলেক্ট করলে নিচের ওয়ার্কশীটটি দেখতে পাবেন।

ধরুন মাসিক রহস্য পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলী ও কুশলীদের একটি অর্গানাইজেশন চার্ট তৈরি করব আমরা। নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন।

* প্রথমেই টাইটেল-এ টাইপ করুন ঃ MYSTERY MAGAZINE.
* সাবটাইটেল-এ টাইপ করুন : Editorial Board.

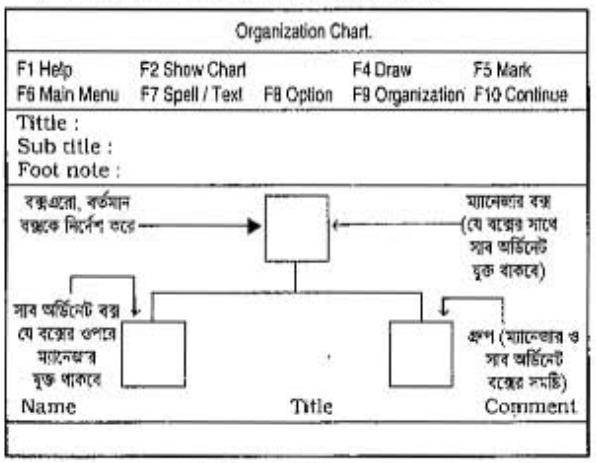

* Footnote-এ টাইপ করুন : Effective from February 1994
* Footnote লেখা হলে এন্টার না চেপে ডাউন এরো কী চেপে ডাটা বক্স রিজিয়নে আসুন। বক্স এরো ম্যানেজার বক্স এ অবস্থান করবে।
* এন্টার কী চাপুন। Add/Edit পপ আপ মেনু দেখতে পাবেন। এখানে Name এর পাশে টাইপ করুন Qazi Anwar Hosain. Title এর পাশে টাইপ করুন Editor in Chief. F10 চাপুন।
* ডাউন এরো কী চেপে বাঁ পাশে প্রথম সাব অর্ডিনেট বক্স-এ বক্স এ্যারোটি নিয়ে আসুন। এন্টার চাপলে আবার পূর্বের পপ আপ মেনুটি দেখতে পাবেন। এবার টাইপ করুন Name: Sheikh Abdul Hakim Title:: Asst. Editor, Comment : Stories. F10 চাপুন।
* রাইট এরো কী চেপে পাশের সাব অর্ডিনেট বক্সে যান। আগের মতোই সবকিছু এখানেও টাইপ করুন। Name : Rakib Hasan, Tittle : Asst. Editor. Comment: Features.
* এবার আপ এরো কী চেপে ম্যানেজার বক্সে ফিরে যান। Ctrl+Ins চাপ দিন। আরো একটি সাব অর্ডিনেট বক্স যোগ হবে নিচে বাকি দুটোর সাথে। এভাবে যতগুলো সাব অর্ডিনেট বক্স যোগ করতে চান, ততবার Ctrl+Ins চাপতে হবে আপনাকে। বক্স এরো কী টি নতুন যোগ হওয়া বক্সে নিয়ে এন্টার চেপে টাইপ করুন– Name : Asaduzzaman, Title : Asst. Editor Comment : Features.

F10 চাপুন। (বিঃ দ্রঃ শুধু ম্যানেজার বক্স নয়, বক্স এরো যে কোন সাব অর্ডিনেট বক্স-এ রেখে Ctrl+Ins চাপলে সাব অর্ডিনেট বক্স-এর সাব অর্ডিনেট তৈরি হবে। সর্বনিম্ন লেভেলের ওই বক্সটির জন্যে তখন ওপরের বক্সটি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করবে।)

* বক্স এরো আবার নিয়ে আসুন ম্যানেজার বক্স-এ। F9 চাপুন। নিচের অর্গানাইজেশন সাবমেনু আসবে। Add Staff position বেছে নিন।

টাইপ করুন

Name : Sheikh Mohiuddin

Title : Coordinator

F10 চেপে আবার Add Staff position বেছে নিন। এরপর টাইপ করুন

Name : Dhrubo Esh

Title : Cover & Graphics

স্টাফ বক্স কেবল ম্যানেজার ও সাব অর্ডিনেট বক্সের মাঝখানে থাকতে পারে। প্রতিটি ম্যানেজার বক্স-এ সর্বোচ্চ দু'টি স্টাফ বক্স পর্যন্ত যোগ করা যায়।

Add / Edit Box text	1Ctrl+Z
Add Subordinate	2 Ctrl+Ins
Add Staff position	3
Move Box / Group	4
Switch left	5 Ctrl-L
Switch right	6 Ctrl-R
Delete box / Group	7 Ctrl-Del
Undelete	8
Set top of chart	9
Hide Sub ordinate	A Ctrl+H
Show Sub ordinate	B Ctrl-U

* F8-Option বেছে নিন, সেখান থেকে Box Options সিলেক্ট করুন।
* Box Options মেনুতে Box : এ Style হিসেবে বেছে নিন Rounded Last Level : এ Arrangement -এ বেছে নিন Horizontal. প্রত্যেক ক্ষেত্রে Show title ও Show comment এ Yes Option বেছে নিন।
* F8-Options থেকে Appearance সিলেক্ট করে চার্ট প্যালেট হিসেবে বেছে নিন MONOCHRW. PL3. F10 চাপুন।
* F2 চাপলে স্ক্রীণে নিচের অর্গানাইজেশন চার্টটি দেখতে পাবেন।

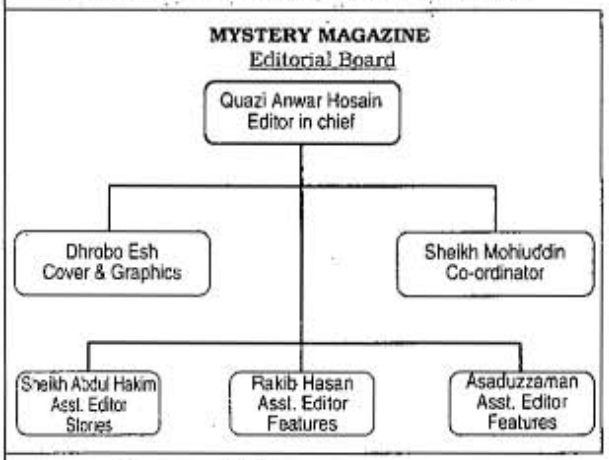

* Esc কী চেপে ওয়ার্কশীটে ফিরে আসুন।
* F9-Organization সাবমেনুর কিছু অপশনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল।

১. কোন বক্সে টেক্সট যোগ করতে হলে বা আগে লেখা টেক্সট এডিট করতে হলে এরো ওই বক্সে নিয়ে Ctrl+Z চাপুন।

২. কোন বক্স মুছে ফেলতে চাইলে এরো ওই বক্স-এ নিয়ে Ctrl+Del চাপুন। সর্বোচ্চ ম্যানেজার বক্স ডিলিট করা যায়নি। আন ডিলিট করতে চাইলে ম্যানেজার বক্স এ এরো রেখে অর্গানাইজেশন সাবমেনু থেকে 8 সিলেক্ট করতে হবে।

৩. যে কোন সাব অর্ডিনেট বক্সকে (এর অধিনস্থ সাব অর্ডিনেটসহ) ডানে এক ঘর সরাতে হলে Ctrl+R চাপতে হবে। বাঁয়ে এক ঘর সরাতে হলে Ctrl+L চাপতে হবে। শুধু সাব অর্ডিনেট সারিকে অন্য আরেক সাব অর্ডিনেট বক্সের অধীনে যোগ করতে হলে অর্গানাইজেশন সাবমেনু হতে 8 সিলেক্ট করতে হবে।

৪. যে কোন বক্সকে হাইড বা লুকাতে চাইলে বক্স এরো ওই বক্স-এ রেখে Ctrl+H চাপুন। হাইড করা বক্স চার্টে দেখা যাবে না। সেইন ম্যানেজার বক্স লুকানো যায় না। Unhide করতে চাইলে F9 চেপে B সিলেক্ট করুন।

পাঠক নিজেই এবার ধীরে ধীরে বাকি অপশনগুলো রপ্ত করে ফেলতে পারবেন।

(চলবে)

অনিবার্য কারণবশতঃ এ সংখ্যা "কমপিউটার জগৎ" বিলম্বে প্রকাশিত হওয়ার জন্য আমরা দুঃখিত। স. ক. জ.